বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিবর্তন ও বিকাশ

উপস্থাপক

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সার্থক ছোটগল্পের জনক। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প সুলভ লেখা কিছু কিছু প্রকাশিত হলেও সার্থক ছোটগল্প বলতে যা বোঝায় তার জন্মদাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমগ্র সাহিত্য জীবনে লিখেছেন অসংখ্য ছোটগল্প। বিষয় ভাবনা ও আঙ্গিক গঠনে গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তিনটি পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোকে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্ব বা হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার যুগ বলা যায়। এই সময়ের বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি হল ছুটি, সুভা, মনিহারা, নিশীথে, অতিথি, দেনাপাওনা, ক্ষুধিত পাষাণ, কাবুলিওয়ালা, ইত্যাদি। বিচিত্র স্বাদের ও বিষয়ের গল্প এই সময় পাওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির রোমান্টিক সম্পর্ক, আবেগ এই পর্বের গল্পগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব বা ভারতী ও সবুজপত্র পত্রিকার যুগ বলা যায়। এই পর্বের বিখ্যাত গল্পগুলি হল– হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, পহেলা নম্বর ইত্যাদি। যুক্তি বুদ্ধি মননশীলতা এই পর্বের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম মহিমা স্বীকৃত হয়েছে, আবার নারীর স্বাধীন চেতনার বিকাশ ঘটেছে।

তৃতীয় পর্ব বা তিন সঙ্গী'র যুগ বলা যায়। এই পর্বের বিখ্যাত গল্পগুলি হল— রবিবার, শেষ কথা, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি। মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাবাবেগ এই সময়ের গল্পগুলিকে বিশেষভাবে নির্মিতি দিয়েছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সমসাময়িক সময়ে গল্প রচনায় অগ্রসর হয়ে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় স্বকীয়তার গুনে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করতে পেরেছিলেন বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে। সমাজ কল্যাণের জন্য সমাজ সমালোচনার পথ বেছে নিয়ে যারা গল্প রচনা করেছেন প্রভাত কুমার তাদের একজন। চরিত্র নির্বাচন ও উপস্থাপনার গুণে তাঁর গলনগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি হল—নবকথা, ষোড়শী, দেশী ও বিলাতি, গল্পবীথি, গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প, বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বাংলার কথা সাহিত্যের বিশেষ নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যানগুলি বাঙালি পাঠকের হৃদয়ের সম্পদ বলেই বিবেচিত হয়। ছোটগল্প রচনাতেও শরৎচন্দ্রের দক্ষতা কোনো অংশে কম নয়। লিখেছেন অসংখ্য ছোটগল্প। বাঙালি জীবন, সমাজ ও বাঙালি মানুষের কথা এই গল্পগুলোতে বিশেষভাবে ভাষা পেয়েছে। বিখ্যাত গল্পগুলি হল— বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, আঁধারে আলো, মেজদিদি, অনুপমার প্রেম, মামলার ফল, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ ইত্যাদি।

রাজশেখর বসু

গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী অথচ হাস্যরসের নিপুন শিল্পী রাজশেখর বসু, পরশুরাম ছদ্মনামে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। পরশুরাম ব্যঙ্গ ও কৌতুকের শিল্পী একইসঙ্গে সমাজ সংস্কারক ও বটে। ব্যাঙ্গের ছলে সামাজিক অন্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গের মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো, মানুষের আচার ব্যবহারকে তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি হল—গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প ইত্যাদি। বিখ্যাত গল্পগুলি হল--লম্বকর্ণ, বিরিঞ্চিবাবা, চিকিৎসা সংকট, পরশপাথর, ভারতের ঝুমঝুমি, মহেশের মহাযাত্রা, বিরিঞ্চিবাবা ইত্যাদি।

জগদীশ গুপ্ত

জগৎ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি, যা কিছু প্রতিষ্ঠিত তাকে বিনা বিচারে গ্রহণে আপত্তি, প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থার অভাব, গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি যে কথাশিল্পীর সাহিত্য সম্ভার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তিনি জগদীশ গুপ্ত। জীবনের আঁধার চোরাপথে, মনগহনের পিচ্ছিল সর্পিল পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা। লিখেছেন অসংখ্য ছোটগল্প। জগদীশ গুপ্ত রিয়ালিজমের শিল্পী নন, ন্যাচারালিজমের শিল্পী। বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি হল—বিনোদিনী, রূপের বাহিরে, শ্রীমতি, উদয়লেখা, উপায়ন, শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী ইত্যাদি। বিখ্যাত কিছু গল্প হল-- পামর, লোকনাথের তামসিকতা, পৃষ্ঠে শরলেখা, উর্মিলার মন, পয়মুখম, আমি ও দেবরাজের স্ত্রী ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস রচনার পাশাপাশি গল্প রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। গল্পের বিষয়বৈচিত্র ও উপস্থাপনের গুণে তাঁর গল্পগুলি সহজেই পাঠক হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। সমাজের বিচিত্র শ্রেণির মানুষ তাঁর গল্পে জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি হল--জলসাঘর, ছলনাময়ী, রসকলি, বেদেনী, হারানো সুর, ইমারত, কালান্তর ইত্যাদি। বিখ্যাত কিছু গল্প হল--রাইকমল, জলসাঘর, রায়বাড়ি, কুলিনের মেয়ে, অগ্রদানী, বেদেনী ইত্যাদি।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য পাঠকদের কাছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) আজও এক বিস্ময়। পেশায় ডাক্তার হলেও সাহিত্যসাধনা করেছেন আজীবন। লিখেছেন অসংখ্য উপন্যাস, ছোটগল্প। ছোটগল্পকার হিসেবে বনফুলের খ্যাতি বিস্ময়কর। জীবনের ছোট্ট ছোট্ট তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। সাহিত্য দৃষ্টির গভীরে থেকেছে বিজ্ঞানমনস্কতা। সব মিলিয়ে তাঁর গল্পগুলি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। বিখ্যাত কিছু গল্পগ্রন্থ হলো—উর্মিমালা, অনুগামীনি, সপ্তমী, দূরবীন, মনিহারা ইত্যাদি। বিখ্যাত কিছু গল্প হল—এক ফোঁটা, অধরা, পরিবর্তন ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কল্লোলের ভাবধারার অন্যতম লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরবর্তীতে কালিকলম পত্রিকার সম্পাদনা ও লেখার কাজে যুক্ত ছিলেন। একাধারে কবি, বিজ্ঞানী ও গল্পকার। ছোটগল্পকার হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি সর্বাধিক। লিখেছেন অসংখ্য ছোট গল্প। তাঁর গল্পে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়ানোর ছবি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের কথাও প্রেমেন্দ্রের গল্পে বিশেষভাবে জায়গা পেয়েছে। বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি হল—বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, পঞ্চাশর, মহানগর, কুড়িয়ে ছড়িয়ে, জলপায়রা, সপ্তপদী ইত্যাদি। বিখ্যাত কিছু গল্প হল—শুধু কেরানি, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, পুন্নাম, স্টোভ, সংসার সীমান্তে ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনের বাস্তব ভূমিতে পদচণা করে বাস্তবের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের জটিলতাকে ভাষা দেয়ার চেষ্টা করেছে। তথাকথিত রোমান্টিকতা পরিত্যাগ করে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান দৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্ব মানিকের রচনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ছোটগল্প লিখেছেন অসংখ্য। প্রথম গল্প অতসীমামি। এছাড়াও তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্নগুলি হল-- অতসীমামি ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, সমুদ্রের স্বাদ ইত্যাদি। বিখ্যাত কিছু গল্প হল প্রাগৈতিহাসিক, সরিত্রী, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ফাঁসি, হারানের নাতজামাই ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু

কল্লোল পর্বের অন্যতম সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। কল্লোল পর্বে সাহিত্যিকরা রোমান্টিক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন ছিলেন। বুদ্ধদেব এই ধারার বাইরে নন। প্রেম, প্রকৃতি, ভালবাসা, আবেগ ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর গল্পের চরিত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র আবেগ নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। রচনাভঙ্গিতে রোমান্টিকতার প্রকাশ আছে বিশেষ পরিমাণে। বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি হল—রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প, অদৃশ্য শত্রু, মিসেস গুপ্ত, প্রেমের বিচিত্র গতি, শ্বেতপত্র, অসামান্য মেয়ে ইত্যাদি।

সুবোধ ঘোষ

কল্লোল উত্তর কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ পরিকল্পনার মৌলিকতা, বৈচিত্র্যসাধন এবং বাঙালি মানস প্রকাশের অন্যতম শিল্পী। মধ্যবিত্ত জীবনের কথা তাঁর কথাসাহিত্যে প্রাঞ্জল হয়েছে। সময় ও সমকালকে প্রাধান্য দিয়েও নর-নারীর হৃদয়ের কথা বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন। রাজনৈতিক মনোভাবের প্রকাশও পাওয়া যায় কিছু কিছু গল্পে। বিখ্যাত কিছু গল্প হল—ফসিল, গোত্রান্তর, স্বর্গ হতে বিদায়, শিবালয়, কালো গুরু, স্নানযাত্রা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইত্যাদি।

জয়া মিত্র

আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জয়া মিত্র। সক্রিয় রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও পরিবেশবিদ। জয়া মিত্র সাহিত্য সাধনা করেছেন আজীবন। জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন জেলখানায়। সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা আছে বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে। একজন মহিলা হয়েও মহিলাদের জীবন অপেক্ষা সার্বভৌম সাহিত্য বিষয়ে বেশি মগ্ন থেকেছেন। তার গল্পগ্রন্থগুলি হল—কালপরশুর ধারাবাহিক, যুদ্ধ-পর্ব, শ্রেষ্ঠ গল্প। এছাড়াও লিখেছেন অনেক উপন্যাস। বিখ্যাত কিছু গল্প হল– স্বাধীনতা যমজ, কুরুক্ষেত্রের আগে, দেশভ্রমণ, নদীর নাম বহতা, অন্ধকারের উৎস থেকে ইত্যাদি।

বিমল কর

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ছোটগল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বিমল করের আগমন। প্রথম গল্প অম্বিকানাথের মুক্তি। বিমল কর তাঁর সাহিত্যে মানুষের মনকে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। মানব মনের গভীরে ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন মনের বৈচিত্রকে। জীবনের নিষ্ঠুর সত্য তাই তাঁর লেখায় বেশি করে চোখে পড়ে। তাঁর গল্পের উপস্থাপনভঙ্গি শব্দ প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় তিনি যথেষ্ট স্পর্শকাতর গল্পকার। বিখ্যাত কিছু ছোটগল্প হল—আত্মজা, নিশাদ, মানবপুত্র, জানোয়ার সোপান, উদ্ভিদ, পলাশ প্রভৃতি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ওয়ালিউল্লাহ ছিলেন সমাজ ও কাল সচেতন। সাহিত্যকে তিনি বিলাসিতা মনে করেননি কিংবা সাহিত্যরচনাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ভাবেননি। তিনি ছিলেন উপযোগবাদী। প্রয়োজন অনুযায়ী সাহিত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। মুসলমান সমাজের সমস্যা, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে ভাষারূপ দিয়ে সেখান থেকে উত্তরণের পথানুসন্ধান করেছেন সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি হল—নয়নচরা, দুই তীর ও অন্যান্য। বিখ্যাত কিছু গল্প হল—মৃত্যুযাত্রা, খুনি, জাহাজী, পরাজয় ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবী

বিশ শতকে তিরিশের দশকের বিখ্যাত কথাকার মহাশ্বেতা দেবী। সমাজ ও সময়কে তিনি নিজের মতো করে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন সাধারণ মানুষের জীবনকথা। বিশেষত উপজাতি সম্প্রদায় নিয়ে তার চর্চা চোখে পড়ার মত। শবর, হো, মুন্ডা, সাঁওতালদের জীবনকে তিনি সাহিত্যের পাতায় উপস্থাপন করেছেন। ছোটগল্প রচনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি হল—সোনা নয় রূপো নয়, সপ্তপর্ণী, অবিশ্বাস্য, দৌলতি, ইটের পর ইট, ঘাতক, তালাক ও অন্যান্য গল্প ইত্যাদি

নবনীতা দেবসেন

নবনীতা দেব সেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। কবি হিসেবে তাঁর মূল খ্যাতি হলেও ছোনগল্পকার হিসেবে ও তাঁর দক্ষতা কোনো অংশে কম নয়। গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁর গল্পের রসপরিণতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৌতুকরস মিশ্রিত। এই কৌতুক মূলত বিশুদ্ধ হিউমার, তবে উইট ও স্যাটায়রও রয়েছে। গল্পগ্রন্থগুলি হল—গল্পগুজব, গল্পসমগ্র, বসন মামা এবং অন্যান্য গল্প, খগেন বাবুর পৃথিবী ইত্যাদি। নবনীতার বিখ্যাত কিছু গল্প হল-- মঁসিয়ে হুলোর হলিডে, প্রজেক্ট চর্মচটিকা, টাংরি কাবাব, গদাধর উইমেন্স, বসন মামা, ভালবাসা কারে কয় ইত্যাদি।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রগতিশীল কোথাকার হিসেবে বিশ শতকের সত্তরের দশকে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবনের শোষণ ও বঞ্চনাজনিত তীব্র ক্ষোভ। আধুনিক জীবনের নারীরা যে অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপে পিষ্ট হচ্ছে, সেই যন্ত্রণা, তাদের চোখের জল সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি হল—অন্য অনুভব, খাঁচা, ময়নাতদন্ত ইত্যাদি। বিখ্যাত কিছু গল্প হল—সাদা গুঁড়ো লাল রং, আমি মাধবী, অন্য অনুভব, বনসাই, মানুষ যেমন ইত্যাদি।

ধন্যবাদ